

চবিতে ভাঙ্গুরের ঘটনায় এক হাজার আসামি করে দুই মামলা

অনলাইন ডেঙ্ক

প্রকাশিত: ১১:৫৯, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঙ্গুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও এক হাজার শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে। শনিবার রাতে হাটহাজারী থানায় ভাঙ্গুরের ধারায় এসব মামলা হয়। একটিতে বাদী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা শেখ মো. আবদুর রাজ্জাক ও আরেকটিতে বাদী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কে এম নূর আহমদ।

চট্টগ্রাম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা) আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন আএসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলার তদন্ত চলছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে শাটল ট্রেনের ছাদে চড়ে যাওয়ার সময় হেলে পড়া গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন শিক্ষার্থী এখনো চিকিৎসাধীন। এ ঘটনা কেন্দ্র করে রাত ১২টার দিকে ৬৫টি যানবাহন, উপচার্যের বাসভবন, শিক্ষক ক্লাব এবং পুলিশ বক্স ভাঙ্গুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

এরপর গতকাল শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসে পুলিশ। বৈঠক শেষে রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কে এম নূর আহমদ, প্রক্টর আজিম সিকদার, নিরাপত্তা কর্মকর্তা শেখ মো. আবদুর রাজজাক ও পাঁচজন সহকারী প্রক্টর হাটহাজারী থানায় ঘান। তবে ওই দিন মামলা না করেই রাত ১২টায় তাঁরা থানা থেকে বের হয়ে ঘান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের অন্যতম বাহন শাটল ট্রেন। এটি চট্টগ্রাম নগরের বটতলী স্টেশন থেকে ক্যাম্পাস অভিমুখে দিনে সাতবার যাওয়া-আসা করে। এতে দিনে ১০ হাজার শিক্ষার্থী যাতায়াত করেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কিংবা ক্লাস হবে কি না, এটিও নির্ভর করে ট্রেন চলাচলের ওপর।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে শাটল ট্রেনে দুর্ঘটনার পর বিক্ষুল্প
শিক্ষার্থীরা ট্রেনটির লোকোমাস্টার (চালক), সহকারী লোকোমাস্টার ও একজন
গার্ডকে মারধর করেন। এরপর থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে গতকাল ও
আজ ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখেন লোকোমাস্টাররা।

বাংলাদেশ রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোলাম শাহরিয়ার বলেন, লোকোমাস্টারদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা তাঁরা জানেন না। আদৌ হবে কি না, সেটিও নিশ্চিত নয়। যাঁরা লোকোমাস্টারদের মারধর করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা-ও জানানো হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না, এমন নিশ্চয়তা না পেলে তাঁরা ট্রেন চালাবেন না।

ট্রেনের ছাদে উঠে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত দুজন এখনো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংসুইনু মারমা। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এ ছাড়া আরও দুজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নিউরো সার্জোরি বিভাগে ভর্তি আছেন। তাঁরা হলেন ইংরেজি বিভাগের মোহাম্মদ সান, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগের আবু সাউদ। এসব তথ্য জানান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম আহসান। তিনি বলেন, বর্তমানে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ভর্তি আছেন। তাঁদের সবাই ভালো আছেন।
